প্রকাশকের কথা

প্রত্যেকটা বৃত্তের একটা কেন্দ্র থাকে। পৃথিবীতে জীবনাচরণের সেই কেন্দ্রের নাম হচ্ছে ইসলাম। এটিই আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার কাছে মনোনীত একমাত্র ধর্ম। চির শাশ্বত ধর্ম। পৃথিবীতে মানুষের আগমন এই ধর্মের হাত ধরেই। তাওহিদের একত্ববাদ, শিরকের বিরুদ্ধে লড়াই, কুফরের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমেই যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে ইসলাম। পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে

> 'মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' [১]

সেই মানুষ তার প্রবৃত্তি, তার ইচ্ছা, কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে সেই ধর্ম এবং তার একমাত্র রবকে ভুলে গিয়ে সেখানে স্থান দিয়েছে মিথ্যাকে। সৃষ্ট বস্তুকে তারা গ্রহণ করেছে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে। যখনই মানুষ তাওহিদের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন ধর্মের।

আমরা যারা জন্মগতভাবে মুসলিম পরিবারে জন্মেছি, বলা চলে আমরা কেন্দ্রের অধিবাসী হয়েই জন্মেছি। তবুও, বেড়ে উঠতে উঠতে, সমাজের নানান সঙ্গতি-অসঙ্গতির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে একসময় আমরা পথ হারিয়ে বসি। হয়ে পড়ি কেন্দ্রচ্যুত। আমরা কেবল 'নামে মুসলিম' হয়ে জীবনযাপন করি। তখন আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতি আর একজন অমুসলিমের জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। আমাদের ধার্মিক জীবন তখন আবদ্ধ হয়ে যায় জুমুআর সালাত

---

১ আল আসর ১০৯ : ০২

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : আলোর পথে যাত্রা

সরল পথের খোঁজে	- মোহাম্মদ রুহুল আমিন	১৩
টাইট্রেশন	- ডা. শামসুল আরেফীন	২০
এবং, ফিরেছি আমিও	- ওমর আল জাবির	৩০
নীড়ে ফেরার গল্প	- মাসুদ শরীফ	৩৩
পথিকের পথচলা	- নিশাত তামমিম	৪১
আলোয় ভুবন ভরা	- কবির আনোয়ার	৪৯
সেই সব দিনরাত্রি	- রাফান আহমেদ	৫৫
অন্ধের যাত্রা সমীকরণ	- মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর	৬৩
আপনারে খুঁজিয়া বেড়াই	- আরমান ইবন সোলাইমান	৬৯
পথ ও পথিক	- মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	৭৯
সেই সময়ের উপাখ্যান	- জাকারিয়া মাসুদ	৮৮
সংশয় থেকে বিশ্বাস	- মো. আবদুল্লাহ সাঈদ খান	৯৪
আমি এবং আমাদের গল্প	- মাহমুদুর রহমান	১০৬
গল্পটা হাসি-কান্নার	- শিহাব আহমেদ তুহিন	১১০
ফিরে পাওয়া গুপ্তধন	- ফয়সাল বিন আলম	১১৫
চলতে ফিরতে যেমন দেখেছি	- সাইফুর রহমান	১২৬
দ্য আগলি ডাকলিং	- রেহনুমা বিনতে আনিস	১২৯
প্রত্যাবর্তন!	- এস. এম. নাহিদ হাসান	১৩৪
ফিরে আসার গল্প	- আশরাফুল আলম সাকিফ	১৩৯
আমার মায়ের বিয়ের প্রস্তাব!	- আরিফুল ইসলাম	১৫৯
চলতে চলতে আলোর দেখা	- মুগনিউর রহমান তাবরীজ	১৬৩
খুঁজে ফিরি নীড়	- সালমান সাঈদ	১৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ স্রষ্টার সন্ধানে

সেই মিছিলের দেখা - *অরিজিৎ রায়* ১৮৩

শুদ্ধ আলোর প্রথম প্রহর - *সুতীর্থ মুখার্জী* ১৯২

যেমন ছিলাম, যেমন আছি - *এস ট্রানস* ১৯৯

ফেরার কথাই ছিল - *ওলোগুন্ডে সা* ২১০

সরল পথের খোঁজে

মোহাম্মদ রুহুল আমিন, এমবিবিএস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

দীনের বাইরে বড় হওয়া একজন কিশোর যেভাবে, যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, আমার বেড়ে ওঠার গল্পগুলোও ঠিক সেরকম। খুব ডানপিটে স্বভাবের ছিলাম। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, পশুপাখিকে কষ্ট দেওয়া, বন্ধুদের সাথে মিলে অন্যের বাগানের আম চুরি করে খাওয়া, আব্বুর পকেটের টাকা চুরি করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ আচরণ করা, স্কুল পালানো, সিনেমা হলে যাওয়া, পূজা-মণ্ডপে যাওয়া—ইত্যাদি ছিল আমার জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ।

বাড়িতে নামাজ পড়েতেন শুধু আমার মা। বাবা নামাজ পড়তেন না, শুধু পড়াশোনার জন্যে বকাঝকা করতেন।

মা যদিও নামাজের জন্যে হালকা বকাবকি করতেন; কিন্তু দেখা যেত, জুমার দিন জুমার নামাজেও আমি যেতে চাইতাম না। নামাজে যাওয়ার কথা বলে অন্যদিকে চলে যেতাম। আমি ছিলাম প্রচণ্ড রকম সিনেমার পোকা। তখন আমাদের বাড়িতে টেলিভিশন ছিল না। পাশের বাড়িতে সিনেমা দেখতে দেখতেই আমার বেশিরভাগ সময় কাটত।

আমার এমন ডানপিটে স্বভাবে মা আমার উপর চরম বিরক্ত হয়ে উঠলেন। অবশ্য বিরক্ত হবারই কথা। বাবা আমাকে কথা শোনাতেন কম, আমার কৃতকর্মের সমস্ত ঝাল তিনি মায়ের উপরেই ঝাড়তেন। মায়ের আস্কারাতেই আমি মাথায় চড়েছি, নষ্ট হয়ে গেছি, কু-পথে চলে গেছি—ইত্যাদি নানান কথার বাণে জর্জরিত হতেন আমার মা। মা একদিন করলেন কি, আমাকে পাশের বাড়ি থেকে ধরে বাসায় নিয়ে

এলেন। বাসায় ঢুকিয়ে মা নিজের গলায় দড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আমি মরে গেলে শান্তি পাবি, তাই না? এই দ্যাখ, আমি মরে যাচ্ছি...'

আমি ছিলাম আমার বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। মা বলেছিলেন, পর পর ছয়টা মেয়ে সন্তানের পর আমি নাকি তাদের কাছে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত হিসেবে জন্মেছি। রক্ষণশীল সমাজের চোখে তখন ছেলেসন্তান মানেই সবকিছু। আর মেয়েসন্তান মানেই বোঝা। আমার বাবা-মায়েরও এরকম ধারণা। তারা ভাবতেন, আমিই তো তাদের অন্ধকারে আলোস্বরূপ। বৃদ্ধ বয়সের লাঠি। এজন্য আমি তাদের কাছে ছিলাম আদরের দুলালের মতো। সেই আমিই যখন এরকম বেঁকে বসলাম, তখন তারা দুজন আমাকে নিয়ে খুব হতাশ হয়ে পড়লেন।

এরপর, হঠাৎ একদিন বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবার চিকিৎসা চলাকালীন আমার পড়াশোনায় যাতে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য আমাকে আমার বড় আপুর বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আপুর শ্বশুরবাড়ির পরিবেশটা ছিল আমাদের পরিবেশের চেয়ে পুরোপুরিই ভিন্ন। পড়াশোনার জন্য চমৎকার একটা পরিবেশ বলা যায়। আশপাশের লোকগুলোও যথেষ্ট ধার্মিক। সবাই নিয়মিত নামাজ পড়ে, পর্দা-হিজাব করে চলে।

এরকম ভালো একটা পরিবেশে এসে আমি যে একেবারেই বদলে গেলাম—তাও না। আমার দুরন্তপনা, ডানপিটে স্বভাবগুলো তখনও বলবৎ ছিল আগের মতোই। আমি খুঁজে খুঁজে আশপাশ থেকে আমার স্বভাবের ছেলেগুলোকে বের করলাম। তাদের সাথে আড্ডা দিতাম। সময় কাটাতাম। আপুর শ্বশুরবাড়ির সবাই যেহেতু ধার্মিকশ্রেণির ছিলেন, আমি নামাজ না পড়লে কেমন যেন একটু বেমানান দেখায়। সমালোচনার ভয়ে মসজিদে যেতে হতো। কিন্তু মন থেকে নামাজ পড়তাম না কখনোই। বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা,আমোদ-ফূর্তি করতাম, সিনেমা দেখতাম, নাচতাম, গান গাইতাম—কিন্তু মানসিক তৃপ্তিটা আর পেতাম না।

একদিন সিনেমা দেখার জন্য টিভি অন করলাম। চ্যানেল পাল্টাতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, কোট-টাই পরা একজন লোক খুব স্মার্টলি কুরআন হাদিসের কথা বলছেন। তার লেকচার শোনার জন্যে নয়, বরং তার কোট আর টাই-ই যেন তার প্রতি আমার কৌতূহলের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিল। ইতোপূর্বে কোট-টাই পরা

কোনো লোককে তো কখনো হাদিস বলতে দেখিনি। চ্যানেল পাল্টালাম না। শুনতে লাগলাম। একটু পরে বুঝতে পারলাম, তিনি একজন ডাক্তার। কিন্তু একজন ডাক্তার ডাক্তারি না করে ধর্মপ্রচারে নামল কেন, সেটা আমার মাথায় ঢুকল না। লেকচারের একপর্যায়ে শুনি, লোকটি নিজেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র বলে ঘোষণা দিচ্ছেন।

আমি অবাক হলাম। একজন ডাক্তারের তো ডাক্তারি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার কথা। মেডিকেল সায়েন্সের কঠিন কঠিন টার্ম তিনি মুখস্থ করবেন, হাত উঁচিয়ে উঁচিয়ে সেসব মানুষকে বোঝাবেন—এটাই তো স্বাভাবিক; কিন্তু এ আবার কেমন ডাক্তার, যিনি কঠিন মেডিকেলীয় টার্মের বদলে স্টেজে দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত নম্বর, হাদিস নম্বর, ফতোয়া নম্বর , বেদ, গীতা, রামায়ণ, বাইবেল, ত্রিপিটক থেকে এক নিঃশ্বাসে বলে যান। একটু থামাথামি নেই। স্টেজের সামনে রথী-মহারথী, সেলেব্রেটি, ধর্মগুরুরা আসীন। সবাই এই লোকের উপস্থিত বক্তৃতা, মেধা আর তার প্রয়োগ দেখে অবাক। একটু পরপরই সবাই হাততালি দিয়ে লোকটাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।[১] একটা লোক কীভাবে এতকিছু একসাথে মুখস্থ রাখে? তাও আবার বইয়ের নাম, পৃষ্ঠা নম্বর, লাইন নম্বরসহ! আমি অভিভূত হলাম। এটা কীভাবে সম্ভব!

ছোটবেলায় শুনেছিলাম, কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তি নাকি যেকোনো বই একবার পড়েই বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেলতেন। এর কারণ, একবার পড়লেই নাকি তার সব মুখস্থ হয়ে যেত। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। কিন্তু কোট-টাই পরা এই লোকটিকে দেখে আমার মনে হলো, আল্লাহ তাআলা মনে হয় কাউকে কাউকে অসীম অনুগ্রহ দান করে থাকেন। ইনিও তাদের মধ্যকার একজন।

যে চ্যানেলে এই লোকটিকে প্রথম দেখি, সেই চ্যানেলটার নাম 'পিস টিভি'। আস্তে আস্তে নিয়মিত এই চ্যানেল দেখা শুরু করলাম। টিভি অন করে 'পিস টিভি' খুলে বসে অপেক্ষা করতাম। কবে আসবে সেই কোট-টাই পরা লোকটি। কখন শুনবো তার মনোমুগ্ধকর কথামালা। লোকটির নাম জাকির নায়েক। ডাক্তার জাকির নায়েক। জন্মেছেন আমাদের পাশের দেশ ভারতে।

---

১ উল্লেখ্য, হাততালি দেওয়া একটি গর্হিত কাজ এবং তা পরিত্যাজ্য। কখনো কখনো ইসলামি সভা-সম্মেলনেও অত্যুৎসাহী দর্শক-শ্রোতাকে হাততালি দিয়ে আলোচককে অভিবাদন জানাতে দেখা যায়। অভিবাদন জানানোর জন্য আরও অসংখ্য পন্থা আছে। তাই হাততালির বিষয়টি অবশ্যই বর্জনীয়। প্রয়োজনে দেখুন— https://islamqa.info/ar/105450 । —শরয়ি সম্পাদক